আমরা একটি অ-সাধারণ সময় অতিক্রম করছি। যার শেষ কবে আমাদের অজানা।
আবারও পূর্বের মত সাধারণ-স্বাভাবিক জীবন বলতে আমরা যা বুঝি,- সে জীবনে সম্পূর্ণভাবে ফেরা সম্ভব কিনা, তাও অজানা।

অনিশ্চিত আমাদের জীবনকাল, যদি না এই ক্ষদ্রাাতিক্ষুদ্র জীবানুর শরীরে প্রবেশ আমরা ঠেকাতে পারি। এমন একটি সময় আমরা আমাদের জীবদ্দশায় দেখব,- তা ছিল অকল্পনীয়। প্রতিমুহূর্ত আমাদের কাটছে অনিশ্চয়তা, ভয় এবং হতাশায়।

কিন্তু আমরাই এ পৃথিবীতে প্রথম মানবজাতি নই যারা মহামারি প্রত্যক্ষ করছি। ইতিহাসে, পুরাণে, সাহিত্যে চিত্রকলায় মহামারির নিদর্শন বহুমাত্রায় না হলেও, কম নয়।

আমাদের এই চিত্রকলা কর্মশালার জন্যে বেছে নিন যে কোন ইতিহাস,পুরান বা সাহিত্যের অংশ; বেছে নিতে পারেন কোন বিখ্যাত স্থান, যেখানে প্রতিফলন ঘটেছে মহামারির অথবা কোন বিখ্যাত চরিত্র কিংবা ব্যক্তি, যিনি এমন কোন প্রকোপের সাক্ষী ছিলেন কোনকালে।

প্রকাশ করুন আপনার নিজস্ব ভাষায়, নিজ স্বত:স্ফূর্ততায় অথবা নতুন কোন উপলব্ধির অনুভূতির মাধ্যমে।

এর সাথে, বিষয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ ও সম্পর্কযুক্ত যে কোন একটি বস্তু বেছে নিন, ঘর কিংবা বাইরে থেকে, যা আপনার বতমান জীবনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই বস্তুটিকে বিষয়বস্ত করে একটি যেকোন দৈর্ঘ্যের ভিডিও নিমাণ করুন। প্রযুক্তির ব্যবহার এই কমশালায় সময়ের প্রতিনিধিত্ব করবে বলেই আমরা এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি।
এছাড়া, এই ভিডিওটি সেতুবন্ধনের কাজ করবে আপনার এবং অতিতের বিষয়বস্তুর মধ্যে।

আমাদের বিশ্বাস, এই দুটি প্রকাশ-মাধ্যম পারস্পরিক উপস্থাপনের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে- সময়ের বিবর্তনে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতির পরেও, আমরা মানুষ হিসেবে একই আছি। একই বেদনায়, ভীতিতে বা আনন্দে আমরা একইভাবে আক্রান্ত হই এবং একই ভাবে আমরা পরাজয় না মেনে জয়ের নিমিত্তে এগিয়ে যাই। জীবনের জয়গান গাই, সময়ের যে কোন মানুষের মত, সমস্বরে সূর্যালোকের দিকে ধেয়ে চলি অপার জীবনীশক্তি নিয়ে।

শিল্পী হিসেবে আপনার এই একান্ত প্রকাশ, নিশ্চই পৃথিবীর যেকোন প্রান্তের সমসাময়িক মানুষকে আশা যোগাতে সাহায্য করবে। দরশক নিশ্চই এই বোধে উপনীত হবে যে এমন দু:সময় সুদূর অতীত থেকেই মানুষ কাটিয়ে উঠতে পেরেছে বলেই আমরা পেয়েছিলাম সুন্দর জীবন। নিশ্চই আমরা এই ক্রান্তিকাল কাটিয়ে উঠব একদিন। হয়তো অনেক ত্যাগের বিনিময়ে। তবু জয় করবই আমরা এই অন্ধকার সময় সকলে মিলে।